০২-০২-১৭ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - আত্মারূপী প্রদীপে যোগরূপী ঘী ঢাললেই আত্মা শক্তিশালী হবে।"

প্রশ্ন :- আত্মারূপী ব্যাটারীতে শক্তি ভরার আধার কি ?

উত্তর :- আত্মারূপী ব্যাটারীতে শক্তি ভরার জন্য বুদ্ধিযোগের বল দরকার। যদি বুদ্ধিযোগ বলের দ্বারা সর্ব্বশক্তিমান বাবাকে স্মরণ করতে পারো, তবেই আত্মারূপী ব্যাটারী শক্তিতে ভরপুর হবে। যতক্ষণ না ব্যাটারীতে শক্তি আসে, ততক্ষণ পর্য়ন্ত জ্ঞানের সঠিক ধারণাও আসে না। আত্মাতে সম্পূর্ণ ভরপুর আলো আসতে সময় অবশ্য লাগে, কিন্তু স্মরণের যাত্রায় থাকতে থাকতে তা সম্পূর্ণ আলোতেই ভরপুর হয়ে যায়।

*গীত : রাত কে রাহী থক্ মত্ জানা ....।
(নিশীথ রাতের যাত্রীরা, এই যাত্রাপথে তোমাদের থেমে গেলে চলবে না ....।)*

ওঁম্ শান্তি! বাচ্চারা, গীত শুনে তার অর্থও তো বুঝলে তোমরা -- আর সেই দিনের আলোর দিশার উদ্দেশ্যেই তোমরা এখন পুরুষার্থ করে যাচ্ছ। তখন সেই নতুন দুনিয়া হবে আলোয় আলোকিত দুনিয়া। যেখানে বর্তমানের এই দুনিয়া কেবলই অন্ধকারময়। যা এটা এখন ব্রহ্মার ঘোর অন্ধকার রাত। তাই তোমরা এই জ্ঞানে এখন দিনের আলোর দিশার দিকেই অগ্রসর হচ্ছো। বাবা বাচ্চাদের বলছেন, বুদ্ধির এই যোগ লাগাতে লাগাতে তোমরা ক্লান্তি অনুভব কোরো না যেন। যত বেশী যোগের সংযোগ ঘটাতে পারবে, ততই আলোর দিশা পেতে থাকবে। আত্মারূপী প্রদীপের জ্যোতি যে এখন ম্লান হয়ে আছে। যা কখনও কখনও দেখা যায় সামান্যই। বিদ্যুতের আলো তো ফট্ করে জ্বলে ওঠে, যখন তাতে কারেন্টের সঞ্চার হয়। কিন্তু আত্মাতে ভরপুর আলো আসতে সময় লাগে। একসময়ে অবশ্য তা পূর্ণ হয়েই যায়। তাই যোগের যাত্রায় সেভাবেই লেগে থাকতে হবে। যেমন, মোটর-গাড়ীর ব্যাটারীকে সারা রাত চার্যে রেখে, তাকে পুরো শক্তিশালী করা হয়। তেমনি আমাদের শরীরটাও একটা মোটর গাড়ী। যার ঘী-রূপী শক্তি প্রায় শেষ হয়ে গেছে, অর্থাৎ ক্ষমতা একেবারেই কমে গেছে। বাবাকে তো পাওয়ারফুল (অসীম শক্তিশালী) সর্বশক্তিমান বলা হয় - তাই না ? কিন্তু এই ব্যাটারীতে বুদ্ধির যোগবল ছাড়া তাতে শক্তি সঞ্চয় হতে পারে না। আর সর্বশক্তিমান বাবার সাথে যোগের সংযোগেই সেই ব্যাটারীতে শক্তির যোগান হয়। এই ব্যাটারীকে শক্তিশালী না করতে পারলে জ্ঞানকেও ধারণ করা যায় না। তাই বারে বারে বাবা বলতে থাকেন, ওনাকে স্মরণ করে ওনার থেকে আশীর্ব্বাদী বর্সা নাও। *'মনমনাভব'*-কত সহজ পদ্ধতি এটা। জাগতিক মানুষেরা তো রাম-রাম জপ করতে থাকে, আর রাম-রাজ্যের আকাঙ্খা করে। কিন্তু, এভাবে কেবল মাত্র রাম-রাম জপ করলে, তাতে কি আর রাম-রাজ্য আসবে। এভাবে গঙ্গার কিনারায় বসে, রাম-রাম জপ তো কত জন্ম-জন্মান্তর ধরেই করে আসছো। কিন্তু এটাই তো কারও জানা নাই যে, প্রকৃত অর্থে রাম-রাজ্য কাকে বলা হয়। রাম-ই তো সেই রাম-রাজ্য বানাবে অবশ্যই। অন্যদের বুদ্ধিতে তো সীতা-রামের রাজত্বকাল এখনই। কিন্তু বাস্তবে সেই রাম-রাজ্য এমনই ছিল যে, রাম সেখানে কোনও বিশ্রামই পেতো না। যেখানে রাম রাজা, তারই স্ত্রী চুরি হয়ে যায়, তবে সাধারণ প্রজাদের, না জানি তাদের কি করুণ অবস্থাই না হবে। যেখানে বর্তমানের এই অনাসৃষ্টি জগতের লোকেদের ক্ষেত্রেও তা

হয় না। এসব কথার প্রকৃত অর্থ না বুঝেই, রাম-সীতাকে নিয়ে লোকেরা কত কিছুই না বলে থাকে। এইসব ব্যাপরগুলিকে অনুধাবন করা উচিত। বাস্তবে রাম বলা হয়ে থাকে -পরমপিতা পরমাত্মাকে। সেভাবে ওঁনাকে মাতা-পিতা রূপে গুণ-গান ও কীর্তন করার রীতিও প্রচলিত আছে। কিন্তু, কে সেই মাতা-পিতা, যার জন্য এভাবে গুণ-কীর্তন করা হয় ? মাতা-পিতা তো আমাদের লৌকিক মাতা-পিতাও আছে। তাদের উদ্দেশ্যে এই ধরণের মহিমা ও গুণ-কীর্তন কেউ করবো না অবশ্যই। অন্যদিকে আবার পরমপিতা যখন আছেন তো সেক্ষেত্রে মাতারও উপস্থিতিও তো অবশ্যই থাকবে। তাই তো পরমাত্মাকে এভাবে প্রকাশ করা হয়েছে - পারলৌকিক মাতা-পিতা। যখন জানতে চাইবে এই দুনিয়ার সৃষ্টি-কর্ত্তা কে ? তৎক্ষণাৎ সবাই একবাক্যে উত্তর দেবে - 'গড়-ফাদার' (ঈশ্বরীয়-পিতা)। এতেই তো প্রমাণ হয়, উঁনি-ই মাতা-পিতা। কেবল মাত্র এই সময়কালেই (সঙ্গমযুগে) দুই মাতা-পিতার পরিচয় থাকে। সত্যযুগে তো কেবল এক মাতা-পিতারই পরিচয় থাকে, কেবল যারা লৌকিক মাতা-পিতা। বর্তমান সঙ্গম সময়ে যেমন লৌকিক মাতা-পিতাও থাকে, তেমনি পরমাত্মার উদ্দেশ্যেও বলা হয়, তুমিই আমাদের মাতা-পিতা। এই সঙ্গম সময়েই সেই পারলৌকিক বাবার থেকেই আমারা বিপুল সুখের খাজানা পেয়ে থাকি। তারপরে আবার সেই এক মাতা-পিতার পরিচয় থাকে আমাদের। পারলৌকিক মাতা-পিতার থেকে যে আশীর্ব্বাদী-বর্সা প্রালব্ধ হয়ে থাকে, সত্যযুগে তারই কারণে বিপুল সুখ পেয়ে থাকি। তাই তো সেই মাতা-পিতার (পরমাত্মার) মহিমা এভাবে গুণ-কীর্ত্তন করে থাকি আমরা। তবুও যে কেন আত্মা বাচ্চারা এমন পরমাত্মা বাবাকে স্মরণ করতে ভুলে যায় ? বাচ্চারা তোমাদের তো উচিত, সবাইকে এমন বাবার পরিচয় এভাবে জানানো যে, বাবা স্বয়ং এখন এই ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন। সর্বদা এভাবেই বলতে হবে - শিববাবা বলছেন, ব্রহ্মাবাবা বলছেন। প্রজাপিতা তো কেবল নামের কারণে। মূল কথা, শিববাবা আর ব্রহ্মাবাবা। একজন বাবা হলেন লৌকিক পিতা, অপরজন হলেন পারলৌকিক পরমপিতা। তিনিই (পরমাত্মা) আবার মাতা-পিতা কিভাবে হন - তা অতি রহস্যের ব্যাপার। জ্ঞানের পাঠ নিতে নতুন কেউ এলে প্রথমেই তাকে প্রশ্ন করে জানতে চাও যে, পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তার কি সম্বন্ধ ? প্রজাপিতা (ব্রহ্মা) তোমার কে হয় ? জগদম্মা অম্বা যেমন গুপ্ত, তেমনি ব্রহ্মাও তো গুপ্ত থাকবে অবশ্যই। এই ব্রহ্মাই আবার আমাদের বড়-মা। লৌকিক পিতার নাম-রূপ, দেশ-কাল সবাই জানতে পারে। ঠিক তেমনি ভাবে তোমরাও পারলৌকিক মাতা-পিতার নাম-রূপ, দেশ-কাল, কর্ম-কর্তব্যও তাদেরকে জানাও। ইনি (ব্রহ্মা) তো মাম্মারও মাম্মা অর্থাৎ বড়-মা। আর সেই বড়-মার দ্বারাই যখন বাচ্চাদেরকে পোষ্য নেওয়া হয়, তখন তো উনি মাতা-পিতা একজনই অর্থাৎ একত্রে যুক্ত হয়ে যান। এনাকেই (ব্রহ্মাকেই) মাতা-পিতা অথবা বাপদাদাও বলা হয়। এগুলি বোঝাবার জন্য যথেষ্ট যুক্তিগ্রাহ্য তথ্যেরও প্রয়োজন। বড় কোনও বোর্ডে লেখা দরকার যে, যদিও নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মাকে সবাই স্মরণ করে থাকে, কিন্তু তারা এটাই জানে না যে, উঁনি আবার মাতা-পিতা হন কি প্রকারে। জাগতিক মানুষেরা বুদ্ধি খরচ করে এটুকুও ভেবে পায় না যেহেতু এই সম্বন্ধটা একটা বিচিত্র সম্বন্ধ। তাই বাবা স্বয়ং এসে তা জানিয়ে দেন। আত্মারাই ওঁনাকে বলে, হে পরমপিতা পরমাত্মা। *এই পরমাত্মাও কিন্তু আত্মা কিন্তু উনি সুপ্রীম্ বা সর্ব্বোচ্চ। সুপ্রীম্ অর্থাৎ পরম্। উনি পরমধামের নিবাসী। উনি নিজে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আসেন না। উঁনি ধরায় অবতীর্ন হয়ে আমাদেরকে পতিতদের জন্ম-মৃত্যুর কষ্ট থেকে নিস্তার দেন। কিন্তু পবিত্র-পাবনদের জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে সরান না। পতিত আত্মাদেরকেই পবিত্র আত্মায় পরিণত করেন। তাই তো ওনাকে পতিত পাবন বলা হয়।* জাগতিক মানুষেরা তো রাম-সীতার প্রকৃত অর্থটাই জানে না। বাস্তবে ভক্তি-মার্গের সবাই সীতা (আত্মা)। তাই তারা (আত্মারা) স্মরণ করে সেই একই পরমাত্মাকে। বাবা

বলছেন- বাচ্চারা, বর্তমান সময়কালে সমস্ত দুনিয়াটাই তো রাবণের রাজ্য। যা শুধু সেই শ্রীলঙ্কাতেই নয়। তাই তো রাবণের পুত্তলিকাকে এখানেই পোঁড়ানো হয়। আর শ্রীলঙ্কা কিন্তু আমাদের হিন্দুস্তানের মধ্যে নয়। তা তো বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের পৃথক খণ্ড (দেশ)। আর বর্তমানে তো সম্পূর্ণ দুনিয়াটাই রাবণের শাসনে বাঁধা পড়ে আছে। তাই পুরো দুনিয়াটাই রাবণের রাজ্য। যেমন প্রথম অর্দ্ধ-কল্প থাকে রামের রাজ্য, যা ব্রহ্মার দিন - তেমনি বাকী অর্দ্ধ-কল্প হয় রাবণের রাজত্ব, যা ব্রহ্মার রাত। এইসব যুক্তিগুলি তোমাদের বুদ্ধিতে রাখতে হবে অবশ্যই। আর জ্ঞানের দ্বারা এই বর্তমান সময়েই তোমরা রাবণের উপর বিজয় প্রাপ্ত করছো। যে সম্পূর্ণ রূপে রাবণকে (বিকারকে) বিজয় প্রাপ্ত করতে পারবে, সে হতে পারবে স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী। যেমন, সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজ্য-ভাগ্য পেয়েছিল। তাঁদের সেই স্বর্গ-রাজ্য ভোগের সুখ কার দ্বারা এবং কিভাবেই বা তা প্রালব্ধ করেছিলেন! সত্যযুগে সংখ্যায় অনেক কম মানুষই থাকে। আনুমানিক যা ৯-লাখের কাছাকাছি হবে। যমুনা নদীর কিনারেই (স্বর্গের) সেই রাজধানী স্থাপিত হবে। বিকারের নাম-গন্ধও থাকে না সেখানে। সেই দুনিয়াকে বলা-ই হয় সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। যোগবলের শক্তির সাহায্যেই তখন বাচ্চার জন্ম হয়। কান্না-কাঁটি, ঝগড়া-ঝাঁটি, মার-পিট্ - এসব কিছুই ঘটে না সেখানে। কিন্তু শুরুতেই এসব কথা বলার প্রয়োজন নেই। প্রথমে এই বিষয়ের উত্থাপন করবে যে, নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা এবং আমরা আত্মারাও একই পরলোক থেকেই আসি এখানে। এর পরেই জানতে চাও, সেই পারলৌকিক পরমপিতার সাথে তোমাদের তবে কি সম্বন্ধ হবে ? কি সুন্দর যুক্তি এটা! বাবার সাথে যে সম্বন্ধ, প্রথমে তা বুঝিয়ে, তারপর মা-এর সম্বন্ধের ব্যাপারটা বোঝাও, আর তারপরে আশীর্ব্বাদী-বর্সার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করো। সাথে এও জানাবে, এক ও একমাত্র 'আল্ফ্'-কে বা পরমাত্মাকে ভোলা মানে, সবকিছুকেই ভুলে যাওয়া। রাবণের প্রধান উদ্দেশ্যই থাকে, সেই আল্ফকেই ভুলিয়ে দেবার। কিন্তু শেষ কালে সেই আল্ফ-এর সাহায্যেই আমরা রাবণের উপর বিজয় পাই। এ রকম বোঝাবার পয়েন্টস্ তো অনেকই আছে। প্রদর্শনীগুলিতে মুখ্য উদ্দেশ্য রাখবে অল্ফ বা পরমাত্মার পরিচয় দেওয়ার। আর অল্ফ অর্থাৎ পরমাত্মার পরেই আসে 'বে' অর্থাৎ আত্মার কথা। পরমাত্মাকে না জানতে পারলে তো কিছুই জানতে পারবে না আত্মা। তাতে যতই না কেন তোমরা তা জানারর জন্য মাথা ঠোঁকো। পরমপিতার অস্তিত্ব আছে বলেই তো ওঁনার আশীর্ব্বাদী-বর্সা পেয়ে থাকি আমরা। বাবার সেই বর্সার অধিকারী একবার হতে পারলেই, লাগাতর বর্সা পেতেই থাকে। ত্রিমূর্ত্তি (ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর) -এর বিষয়ে বোঝানো তো খুবই সহজ ব্যাপার। তা এমন হবে, চিত্রের উপরিভাগে বাবা দাঁড়িয়ে আছেন, তার নীচে লক্ষ্মী-নারায়ণ বর্সা প্রাপ্ত করে অর্থাৎ তখন তা বিষ্ণুরূপে দাঁড়িয়ে আছে। তাই তো বাবা বলছেন, ওঁনাকেই স্মরণ করতে, যার ফল-স্বরূপ তোমরাও সেই বর্সার অধিকারী হতে পারবে। তখন কোনও কোনও বাচ্চা বাবাকে বলেন, বাবা আপনি তো নিরাকার, আপনি তবে কিভাবে সেই বর্সা দিয়ে থাকেন ? উত্তরে পরমাত্মা জানান - "বাচ্চারা, আমি এই ব্রহ্মার দ্বারাই তা করে থাকি।" কেউ যখন জ্ঞান জানতে আসবে, তাকে এইভাবেই তা বোঝাবে। মূল কথাই হলো ত্রিমূর্ত্তির। এই ত্রিমূর্ত্তি ছাড়া ব্রহ্মার কোনও অর্থই দাঁড়ায় না। এইভাবে বোঝাতে হবে - যিনি শিববাবা তিনি নিরাকার। ওঁনাকেই আবার জ্ঞানের সাগর বলা হয়। আর আশীর্ব্বাদী-বর্সা ওঁনারই। কিন্তু নিরাকার বাবার থেকে সেই আশীর্ব্বাদী-বর্সা লক্ষ্মী-নারায়ণ পাবেই বা কি প্রকারে, কোত্থেকেই বা আসবে তা ? এখানে কিন্তু তোমরা নিজেদেরকে বিষ্ণু-কুমার বলে পরিচয় দাও না। যেহেতু তোমরা বি. কে. অর্থাৎ ব্রহ্মাকুমার। ব্রহ্মাপুরী এই মনুষ্য-জগতকেই বলা হয়। যেখানে বিশেষ গুণ-সম্পন্ন ব্রাহ্মণদের রচনা করা হয়। পাকিস্তানের সিন্ধ প্রদেশেও এরকম এক ব্রহ্মাপুরী ছিল। কিন্তু এসব কথা বোঝাচ্ছেন কে ? শিববাবা সর্বদাই দাদা

ব্রহ্মার সাথে কম্বাইন্ড (যুক্ত) হয়েই এসব যা কিছু বলে থাকেন, তাই সেক্ষেত্রে 'বাপদাদা' বলা হয়ে থাকে। তাই কখনও বাবা, কখনও দাদা -তা বলেন। যেহেতু দুটো আত্মাকেই একটা মুখ দিয়ে কথা বলতে হয়। সেক্ষেত্রে যখন যে মুখের প্রয়োজন হয়, তাকেই ব্যবহার করা হয়। যদিও এর বাঁধা-ধরা কোনও নিয়ম নেই। অতএব, সর্ব প্রথমেই এই বিষয়ের পাক্কা ধারণা করানো উচিত যে, জ্ঞানের সাগর বাবা-ই (শিববাবা) প্রকৃত গীতার ভগবান। উঁনি আরও জানাচ্ছেন, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর এনারা তো সূক্ষ্ম-বতনবাসী দেবতা। এই ব্রহ্মা প্রথমে মানুষ রূপেই থাকেন। কিন্তু, যখন উঁনি সম্পূর্ণতা লাভ করেন, তখন ওঁনার দেবত্ব লাভ হয়। তপস্যার দ্বারা উঁনি দেবতায় পরিণত হন। ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীদেরও ভগবান সেই জ্ঞানের পাঠ পড়িয়ে থাকেন সেই ব্রহ্মার দ্বারাই। চিত্রের দ্বারা খুব সুন্দর রীতিতে তা বোঝাতে হবে অন্যদেরকে। এভাবে বোঝানো তো খুবই সহজ ব্যাপার। শিববাবাই বা কে, আর তার আশীর্ব্বাদী-বর্সাই বা কি ? যেহেতু শিববাবা নিরাকার, তাই ব্রহ্মার দ্বারা উঁনি এই পাঠ পড়ান। আবার এই ব্রহ্মার দ্বারাই উঁনি স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনা করান। তাই এই সঙ্গম সময়ে অবশ্যই রাজযোগ শিখতে হবে- দেবতা হতে চাইলে। তবেই তো সেই আত্মাদের শিবপুরী ও বিষ্ণুপুরীতে স্থান হবে। *আচ্ছা।*

মিষ্টি মিষ্টি অতি প্রিয় হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণে ভালবাসা আর গুড্-মর্নিং। রুহানী বাবা তার রুহানী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) অল্ফ (পরমাত্মা) -কে স্মরণের দ্বারা রাবণ-মায়ার উপর বিজয় পেতে হবে। সবাইকে আল্ফ্-এর পরিচয় জানাতে হবে।

২) স্মরণের যাত্রায় ক্লান্ত হলে চলবে না। নিজের আত্মারূপী ব্যাটারীকে চার্য (শক্তি ভরার জন্য) করার জন্য সর্ব্বশক্তিমান বাবাকে স্মরণ করতে হবে।

বরদান :- নিজের কর্ম-কর্তব্যের(অক্যুপেশন) স্মৃতির দ্বারা মনকে সংযত রেখে, রাজযোগী ভব

বিস্তার :- অমৃতবেলা এবং সারাদিনই মাঝে মাঝে নিজের কর্ম-কর্তব্যকে স্মৃতিতে এনে ভাববে, আমি রাজযোগী। তারপর রাজযোগীর আসনে (সেট) স্থির হয়ে থাকো। রাজযোগী অর্থাৎ স্বয়ং রাজা। যার নিজের পরিচালনা ও শাসন ক্ষমতা থাকে। যে মুহূর্ত মাত্র সময়েই নিজের মনকে সংযত ও পরিচালনা করতে পারে। এই ধরণের যোগী কখনও নিজের সংকল্প, বাক্য আর কর্মকে ব্যর্থ বা নষ্ট হতে দেয় না। এই আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও যদি তা ব্যর্থে পর্যবেশিত হয়, তবে তাকে জ্ঞান-সম্পন্ন বা স্বয়ং রাজা বলা যায় না।

স্লোগান :- স্ব (নিজের)-এর উপর রাজ্য করার অধিকারী আত্মাই প্রকৃত স্ব-রাজ্যের অধিকারী।